তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৬৪

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন করেছে সরকার**

 **-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী, ডিজিটাল এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার পরিবেশ প্রয়োজন। এজন্য সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ খুলনা মহানগরীর গোয়ালখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা অনুরাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মানকে উন্নত বিশ্বের শিক্ষার স্তরে উন্নিত করার প্রতি জোর দিয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারই প্রথম প্রতিবছর জানুয়ারির এক তারিখেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বই উৎসব করছে। গরীব শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে লেখাপড়া করতে পারে এজন্য উপবৃত্তি দিয়ে যাচ্ছে।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার সকল নাগরিকের সুচিকিৎসা নিশ্চিতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবার মান উন্নত করেছে। বিনামূল্যে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমির দলিলসহ গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। অসহায় মানুষের সহায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না। প্রতিমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে যার যার অবস্থান থেকে সমাজের সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একতলা ভবনটি নির্মাণ করেছে। পর্যায়ক্রমে এই ভবনটি ছয়তলা পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

গোয়ালখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এসএম খসরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুল ইসলাম ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী গৌতম সরকার এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসাঃ হাসিনা পারভীন বক্তৃতা করেন। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র আমিনুল ইসলাম মুন্না এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী দৌলতপুর নতুন রাস্তার মোড়ে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শোক সভা ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

#

আকতারুল/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৬৩

**ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য পরিবেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য (ই-বর্জ্য) পরিবেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ই-বর্জ্যের ক্রমবর্ধমান হুমকি থেকে মূল্যবান সম্পদ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে হবে। ই-বর্জ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অনেক অভাব। এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী আজ ঢাকার বসুন্ধরায় ওয়ালটন করপোরেট অফিস মিলনায়তনে ওয়ালটন আয়োজিত ‘ওয়ালটন ল্যাপটপ এক্সচেঞ্জ অফার সেশন-৩ ডিক্লারেশন প্রোগ্রাম’ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ স্মাগলিং অথবা মেয়াদোর্ত্তীর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস বা যে কোনো ধরণের পণ্যের অবৈধ প্রবেশ ঠেকানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, আমরা অন্য দেশের ইলেকট্রনিক পণ্যের ডাম্পিং স্টেশন হতে পারি না। মন্ত্রী বলেন, ই-বর্জ্য ব্যস্থাপনা একটি কঠিন কাজ। সফলভাবে ই-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য তা হবে অত্যন্ত কল্যাণকর।

তিনি বলেন, প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে গত সাড়ে চৌদ্দ বছরে বাংলাদেশ পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বে যোগ্যতা অর্জন করেছে। মন্ত্রী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় যথাযথ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, গবেষণায় বিপুল বিনিয়োগের ধারাবাহিকতায় চীনের একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গোটা ইউরোপ ও আমেরিকাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী উদ্বাবনের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ওয়ালটন বিশ্বের অনেক দেশে তাদের ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানি করছে। তিনি বলেন ‘ওয়ালটন ডানা ঝাপটাচ্ছে।’ একটু সহযোগিতা পেলে একদিন তারা আকাশে উড়বেই। কোরিয়া, চীন, জাপানের ব্র্যান্ডিং প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশের ব্র্যান্ড হিসেবে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ালটন বিশ্বে পরিচিতি অর্জন করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিবেশ ও প্রতিবেশ ও পরিবেশ রক্ষায় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াল্টনের উদ্যোগকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ উল্লেখ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, ওয়ালটনের মত দেশের সকল ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিজসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।

ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম শামিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ওয়ালটন প্লাজার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মাহবুবুল আলম, ওয়ালটনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) ইবনে ফজল শায়খুজ্জামান, ডিএমডি ইভা রেজুয়ানা এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী লিয়াকত আলী বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬২

**বিএনপি-জামাত জোটসহ নাম সর্বস্ব কয়েকটি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বাঙালি জাতির শোকের মাসেও বিএনপি-জামাত জোটসহ নাম সর্বস্ব কয়েকটি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, শেখ হাসিনার সাহসী ও সময়োপযোগী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের সদা সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি দেশের উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির ধারাকে বাধাগ্রস্থ করতে ষড়যন্ত্র করছে। এদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে নগর সুবিধার আওতায় আনতে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন বরিশাল জেলার প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কাজ সফলভাবে চলছে। তিনি এসব কর্মসূচির সুফল বরিশালবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সমন্বিত ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সংগঠনের কার্যক্রম আরো গণমুখী ও বরিশালবাসীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

#

আহসান/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬১

**কৃষিতে সুশাসন ও বেশি বরাদ্দের ফলেই উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

 কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বরাদ্দ বেশি দেওয়ার ফলেই উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার সার, সেচ, বীজসহ কৃষি উপকরণের যেমন দাম কমিয়েছে, তেমনি বিতরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে গত ১৫ বছরে কৃষি উপকরণের দাম বাড়েনি, কোন রকম সংকটও হয় নি। অন্যদিকে বিএনপির আমলে কৃষি উপকরণের চরম সংকট ছিল। অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে চার- পাঁচ হাজার টাকা দিয়েও এক বস্তা সার পাওয়া যেতো না, সারের জন্য কৃষককে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

 আজ রাজধানীর দিলকুশায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মিলনায়তনে সংস্থাটি আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 বিএডিসির কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতিতে জড়িত হলে কোরকম ছাড় দেওয়া হবে না। যারা প্রকল্প দেখলেই প্রকল্প পরিচালক বা পিডি হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে ; তারা খুব একটা সম্মানের জায়গায় নেই।

 মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ৫ জন খুনী এখনো বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। যেসব দেশে এরা আশ্রয় নিয়েছে, সেসব দেশ তাদের প্রচলিত আইনের অজুহাতে ফেরত দিচ্ছে না। কিন্তু এটি হতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা স্বঘোষিত ও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত খুনী। এরকম ঘৃণ্য খুনীদেরকে কোন দেশই কোনরকম আইনের অজুহাতে আশ্রয় দিতে পারে না।

 অনুষ্ঠানে বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদের সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাসুদ করিম, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আব্দুল আউয়াল, বিএডিসির সচিব মোঃ আশরাফুজ্জামান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬০

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিটি,**

**কাতার এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

 জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মধ্যে আজ ঢাকায় সোনারগাঁ হোটেলে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

 চুক্তি স¦াক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

 কমিশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা। কাতারের মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে ড. মোহাম্মদ সাইফ আল কুয়ারি, ডেপুটি চেয়ারপারসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার স¦াক্ষর করেন।

 বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মহাসচিব সুলতান আল জামালি, বাংলাদেশে নিযুক্ত কাতার দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স সাঈদ জারাল্লা আল- সামিখ, এবং উক্ত দুতাবাস ও কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

 স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় দুই দেশের মানবাধিকার কমিশন/কমিটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আলোকে নিজ নিজ জাতীয় আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ, মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এবং যৌথ গবেষণা সম্পাদন, যৌথভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মিডিয়া কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যৌথভাবে সম্পাদন করতে পারবে।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষত প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাতার ও বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একযোগে কাজ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ নিজ নিজ দেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আমি আশা করব, এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও কাতারের মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে।

 সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর দুই কমিশনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাতারের মানবাধিকার কমিটির সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।

 এছাড়াও, আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-কে এ স্ট্যাটাস প্রাপ্তির বিষয়ে কাতারের মানবাধিকার কমিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করে। কমিশন চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির চেয়ারপারসন গ্লোবাল এলায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশনস এর চেয়ারপারসন। কাজেই বাংলাদেশের কমিশনকে এ স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাতারের মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। ফলে, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

#

রেজাউল/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৫৯

**মাসুদা ভাট্টি এবং শহীদুল আলম ঝিনুক নতুন তথ্য কমিশনার**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি এবং অবসরপ্রাপ্ত মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) শহীদুল আলম ঝিনুক নতুন দুই তথ্য কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এ নিয়োগ প্রদান করেছেন। বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে এ মর্মে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি সাবেক তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগমের স্থলাভিষিক্ত হলেন। পূর্বতন তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেক গত ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় তথ্য কমিশনারের শূন্য পদে নিযুক্ত হয়েছেন শহীদুল আলম ঝিনুক। বিধি অনুযায়ী তথ্য কমিশনার পদে নিযুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর অথবা নিযুক্তের বয়স ৬৭টি বছর পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যেটি আগে হয়।

নতুন তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুক দশম বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯১ সালে বিচার বিভাগে যোগ দেন এবং সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন পদ থেকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে অবসরোত্তর ছুটিতে যান। আর বিবিসি ও মস্কো টাইমসে সাংবাদিকতা করে আসা রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গ্রন্থকার মাসুদা ভাট্টি দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

#

আকরাম/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৫৮

**বিএনপি কি শুধু তারেকের লাঠিয়াল বাহিনী হবে না কি রাজনৈতিক দল**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘বিএনপি কি শুধু তারেক রহমানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে না কি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকবে, সেটি নিয়ে আজকে বিএনপির ভাবা উচিত।’

আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) জহির রায়হান কালার ল্যাব মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আসলে তারেক রহমান চান তিনি নিজে যতোদিন নির্বাচন করতে পারবেন না, ততোদিন বিএনপির কেউ নির্বাচন করতে পারবে না। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বা জাতীয় সংসদ নির্বাচন, কোনোটিই না। এমনকি এমপি নির্বাচিত হলেও শপথ নিতে দেয় না। মির্জা ফখরুল সাহেব এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন, শপথ নিতে দেয় নাই। আবার দলের অন্যরা সংসদ সদস্য হওয়ার ক’দিন পরে বলে যে সংসদে থাকা যাবে না। বিএনপি নেতা-কর্মীদের কাছে আমার প্রশ্ন, যে দল আপনাদের কোনো নির্বাচন করতে দেয় না, সেই দল কেন করেন। আপনারা কি শুধু তারেক রহমানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হবেন না কি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকবেন, সেটি নিয়ে ভাবা উচিত।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অদ্যম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের এই উন্নয়ন-অগ্রগতি আরো বেশি হতে পারতো যদি বিএনপি এবং তার মিত্ররা দেশে সাংঘর্ষিক রাজনীতি না করতো। বিএনপি-জামাত, তাদের মিত্ররা আর টেলিভিশনের পর্দা গরম করা কেউ কেউ কোনো উন্নয়ন দেখতে পায় না। ফখরুল সাহেব পদ্মা সেতু দিয়ে পার হয়েও ওপারে গিয়ে বলেন দেশে কোনো উন্নয়ন হয় নাই। ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে গিয়ে বলেন দেশে কোনো উন্নয়ন হয় নাই, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।’

বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের পার্থক্য উল্লেখ করতে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ৫শ’ ৬০টি নতুন মসজিদ বানান আর বিএনপি ৫শ’ জায়গায় একযোগে বোমা ফাটায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেন, আর বিএনপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই দেন, আর বিএনপি পাঁচশ স্কুল ঘর একসাথে পুড়িয়ে দেয়, সাথে বইও পুড়িয়ে দেয়। আমরা যখন জঙ্গি ধরি তখন তারা বলে যে দেশে কোনো জঙ্গি নাই। এই অপরাজনীতি যদি দেশে না থাকতো দেশ আরো বহুদূর এগিয়ে যেতো। জঙ্গি পোষণ-জঙ্গি পালন, সন্ত্রাসী তোষণ এবং সন্ত্রাসী পালন এই রাজনীতিই বিএনপি করে।’

বিএনপির কর্মপন্থার সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, ‘বিএনপি মানুষের কাছে যায় না, তারা প্রতিদিন কোনো না কোনো দূতাবাসে ঘুরে বেড়ায়। এখন তারা চুপসে গেছে। চেহারা সব মলিন। কারণ বিদেশিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দেখতে পেলো যে তারা পরীক্ষায় পাস করে নাই, ফেল করেছে। আপনারা জঙ্গিদের নিয়ে রাজনীতি করবেন, জোটের মধ্যে তালেবানদের রাখবেন, জঙ্গি ধরলে বলবেন নাটক, দেশকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করবেন এবং মানুষের গাড়ি-ঘোড়া পোড়াবেন, মানুষকে অবরূদ্ধ করে রাখবেন, পুলিশের ওপর হামলা পরিচালনা করবেন, আপনার সাথে জনগণও থাকতে পারে না বিদেশিরাও থাকতে পারে না। যারা অপরাজনীতি করে তাদের সাথে কেউ থাকতে পারে না, সেই কারণে আজকে বিএনপির এই দশা।’

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অবদান রেখেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছে, স্বাধীনতার পর দেশ গঠনেও অবদান রেখেছে বলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সিনেমা নির্মাণের সাথে যারা যুক্ত তারা জানেন, বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দেশ গঠনের লক্ষ্যে সিনেমা নির্মাণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখন ‘আবার তোরা মানুষ হ’, ‘ওরা এগারো জন’ এমন সিনেমা নির্মিত হয়েছে, যেগুলো দেশ গঠনে অবদান রেখেছে।

বঙ্গবন্ধু ও রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী হাছান বলেন, রাজনীতিবিদ যদি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে হয়তো ক্ষমতায় যায়, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না। বঙ্গবন্ধু কখনো ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি। সবসময় মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সে কারণে বঙ্গবন্ধু যেমন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তেমনি দেশমাতৃকার তরে যারা রাজনীতি করে বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে তাদের অনেক কিছু শেখার আছে। রাজনীতি একটি ব্রত, দেশসেবা, মানবসেবা, সমাজসেবার ব্রত। তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ সেটা মনে করেন না, মনে রাখেন না। এটিই আজকের দিনের বাস্তবতা। চট্টগ্রাম থেকে অনেকেই মন্ত্রী হয়েছেন, কারো কথা কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু দেশপ্রেমী সূর্যসেন ইতিহাসের পাতায় আছেন এবং ইতিহাস যতোদিন থাকবে সূর্যসেনও ততোদিন থাকবেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র লীগের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মিয়া আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মুশফিকুর রহমান গুলজারের সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি এবং চলচ্চিত্র লীগের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল্লাহ মনি বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং চলচ্চিত্র লীগের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, সহসভাপতি দিলারা ইয়াসমিন, পরিচালক এস এ হক অলীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা দেবু প্রমুখ সভায় বক্তব্য দেন। বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন ও চলচ্চিত্র শিল্পী-কলাকুশলী, পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশকবৃন্দ সভায় যোগ দেন।

#

আকরাম/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৬৫৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ৭২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৬৬২ জন।

#

সুলতানা/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

Handout Number: 656

**Algerian Finance Minister's meeting with Foreign Minister Dr. Momen in Johannesburg**

Dhaka, 24 August:

Minister of Finance and Head of Algerian delegation to BRICS Outreach Forum Laaziz FAID paid a courtesy call on with the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen yesterday in the place of residence in Johannesburg, South Africa.

Foreign Minister and the Algerian Finance Minister exchanged views on various bilateral issues of mutual interests. Foreign Minister informed the long historical relations between both countries, which was pioneered by our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and expressed satisfaction at the state of excellent bilateral relations between Bangladesh and Algeria, which is growing in various fields including political, economic, business, trade, and investment. He also informed him about Bangladesh’s earnest interest in joining BRICS. The Algerian Finance Minister reiterated the NAM Summit of 1973 and defined BRICS as a fruit of NAM.

Both parties agreed that despite excellent relations there are still huge untapped prospects between the countries. Dr. Momen requested Algerian Finance Minister to exhilarate the process of completing the Agreement on ‘Reciprocal bilateral promotion and protection of investment’ and ‘Avoidance of double taxation’. He also informed the Algerian Finance Minister about the socio-economic development and economic prospects. Highlighting that Bangladeshi pharmaceuticals exports to more than 100 countries, Foreign Minister suggested that Algeria can import the best quality pharmaceutical products from Bangladesh at a reasonably low price. Both countries may also start a joint venture on pharmaceuticals. He also proposed cooperation in IT and ICT sectors, defence, construction sectors, edible oil, and agriculture.

Both countries also agreed to hold high-level visits in the next year. While reflecting on the current energy/oil crisis, given the growing demand in Bangladesh due to the expansion of the economy, the Foreign Minister stated that Bangladesh needed brotherly support from Algeria to meet its energy needs. He expressed our keen interest in buying LNG from Algeria.

During the meeting, the Algerian Finance Minister said he would take up the issue with the concerned stakeholders. Algerian Finance Minister also underlined the need to engage more efforts to scale up bilateral collaboration beyond the traditional one. Foreign Minister invited him to Bangladesh. He stressed the need for expanding cooperation in the new and emerging areas through a time-bound and target-oriented roadmap and expediting pending agreements, MOUs, and new areas of collaboration. The Algerian Foreign Minister agreed to conclude those agreements as soon as possible.

Bangladesh Ambassador to Algeria and Foreign Ministry officials were also present during the call on.

#

Mohsin/Enayet/Abbas/2023/1838 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৫৫

**‘৭১ এর পরাজিত শক্তি ও ৭৫ এর খুনীরাই ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে’**

**শহিদ আইভি রহমানের স্মরণ সভায় প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, ৭১ এর পরাজিত শক্তি ও ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকারীরাই ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে। খুনীদের মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা ও আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করা।

 তিনি বলেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ও তাঁর ছেলে তারেক জিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তায় ও নির্দেশে ২১ আগস্টের হামলা হয়। তারা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধূলিস্যাৎ করে বাংলাদেশকে পূনরায় পাকিস্তানে পরিনত করতে চেয়েছিল। খালেদা জিয়া ২১ আগস্ট হামলা নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা করতে দেয়নি।

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলায় শহিদ আইভি রহমানের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 ২১ আগস্টের স্মৃতি উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি তখন কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সেদিন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে র‌্যালিতে ট্রাকের সিড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আইভি আপাও ছিলো। কর্মীদের যখন বললাম, এখনই নেত্রীর বক্তব্য শেষ হবে, তোমরা ব্যানারের কাছে যাও। এর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গ্রেনেড হামলা শুরু হয়। রক্তে ভেসে যায় বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউর পিচঢালা রাজপথ।

 তিনি বলেন, আইভি রহমান ছিলেন কর্মীবান্ধব ও রাজপথের সাহসী নেত্রী। রাজনীতিতে তার অবদান চিরস্মরণীয়। ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত খুনিদের অবিলম্বে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে।

 জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান বেগম চেমন আরা তৈয়বের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক। শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, জাতীয় মহিলা সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সদস্য ফরিদা রেজা ও পারভীন জামান কল্পনা ও জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবেদা আক্তার বক্তৃতা করেন।

 সভায় জাতির পিতা, ১৫ আগস্টের শহিদ ও ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

আলমগীর/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৫৪

**বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে দেশ বিরাণভূমি হয়ে যাবে**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ও বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে চিরতরে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র এখনও চলছে। এই ষড়যন্ত্র রুখতে হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবারও জয়লাভ করাতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ হবে। তিনি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে জয়লাভ করাতে না পারলে, এই দেশকে বিএনপি-জামায়াত মিলে বিরাণ করে ফেলবে। এজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। আমরা বাংলাদেশ চাই, বিএনপি জামায়াতের ধ্বংসের রাজনীতি চাই না। সময় এসেছে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেওয়ার।

আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আয়োজিত ‘আগস্ট ট্রাজেডি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি’ শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আনিসুল হক বলেন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ও তেশরা নভেম্বরের নৃসংশ হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের বিচারতো দূরের কথা পুরস্কার হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনি রাজাকার আল-বদরকে নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় প্রকাশে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করা হবে বলেও এ সময় জানান তিনি। এ নিয়ে আনিসুল হক বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, নতুন প্রজন্ম ভাবতে পারে, আমরা কি এটি প্রতিহিংসার জন্য করছি? না, আমরা এটা প্রতিহিংসার জন্য করছি না। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং বাংলাদেশকে যেন কেউ পুনর্বার আঘাত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য সেই পরিচয়গুলো বাংলাদেশের নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জানা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমরা সেই প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য একটি কমিশন গঠন করব এবং সেটি হবে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিশন। এই কমিশন গঠনের আইনে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতিহাস ঘেঁটে, ইতিহাসের ওপর গবেষণা করে সত্য প্রতিষ্ঠা করে এটি জনগণের কাছে রেখে যাব আমরা। নতুন প্রজন্ম যারা আসবে, তারা জানবে কারা ষড়যন্ত্রকারী এবং কুশীলব ছিল, তাদের পরিবার সম্পর্কেও যেন সচেতন থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে যেন আর কোনো ষড়যন্ত্র তারা করতে না পারে, সেজন্য এটি করা হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ১৯ বার হত্যা চেষ্টার তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, রমনা বটমূলে বোমা হামলাসহ সারা দেশের সব জেলা আদালতে সিরিজ বোমা হামলা চালানো হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত সরকারের মদদে। এগুলোর অর্থ বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের বিতাড়িত করা। সেজন্য তারা বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখনও সে চেষ্টা অব্যাহত আছে। এতে তাদের লাভ হবে ৩০ লাখ শহিদকে অপমান করা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে নষ্ট করা এবং তাঁকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা। কিন্তু আমরা সেটা হতে দিবো না।

আইনমন্ত্রী বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা গত প্রায় ১৫ বছর ধরে সরকার পরিচালনা করছেন বলেই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে এবং এই বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি দুঃখ করে বলেন, সেসময় জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা কালেও হাইকোর্টের সাত-সাত জন বিচারপতি বিনা কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি করতে বিব্রত বোধ করেছিলেন। এই সাত জন বিচারপতিকে বিএনপি ২০০২ সালে পুরস্কৃত করে আপিল বিভাগে নিয়েছিলেন।

নো মাইনরিটি দর্শন নিয়ে পথচলা সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহবায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) মোহম্মদ আলী সিকদার, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ডা. উত্তম বড়ুয়া, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পোদ্দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আফিজুর রহমান, জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক মিনার মনসুর।

#

রেজাউল/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৫৩

**‘ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান সীড’ উদ্যোগ বাস্তবায়নে**

**ইউএনডিপি ও বিএইচটিপিএর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

 দেশে ‘ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান সীড’ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এবং আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাঝে আজ আগারগাঁওস্থ বিসিসি অডিটরিয়ামে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

 বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এস এম জাফরউল্লাহ এবং ইউএনডিপির বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

 অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন।

 প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন দেশের তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ, পুঁজি ও প্রযুক্তি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট বাংলাদেশের ৬ কোটি পরিবারের ৫০ শতাংশ কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগ এবং ইউএনডিপির সহযোগিতায় “ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান সীড উদ্যোগ’ গ্রহণ করেছে সরকার।

 পলক তরুণ-তরুণীদের স্মার্ট কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা হবে জয় সেট সেন্টার উল্লেখ করে বলেন স্মার্ট, ডিজিটাল, কগনেটিভ, ক্রিটিক্যাল, ক্রিয়েটিভ এবং দক্ষতা উন্নয়নে দেশে ৫৫৫টি জয় সেট সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি সেন্টার হতে দেশের তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। ফলে কাউকেই আর ঢাকা কিংবা বিদেশমুখী হতে হবে না বলেও তিনি জানান।

 উল্লেখ্য, দেশের প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের জন্য স্মার্ট কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান সীড’ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। এ সমঝোতা চুক্তির আওতায় ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে স্টেকহোল্ডারদের পারস্পারিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে। এই নেটওয়ার্ক সরকারি এবং আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের উদ্যোগসমূহকে একত্রিত করার পাশাপাশি তা বাস্তবায়ন সহায়তা করবে।

#

শহিদুল/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৫২

**গ্রাহক সেবার মান ক্রমাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে**

 **-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, গ্রাহক সেবার মান ক্রমাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিতরণ কোম্পানিগুলো ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার গ্রাহক সন্তুষ্টিই মূল লক্ষ্য থাকা উচিত। কিন্তু যে চিত্র দেখা যায় তা সন্তোষজনক নয় ৷

প্রতিমন্ত্রী, আজ বিদ্যুৎ ভবনে বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত গ্রাহক সেবা ব্যবস্থাপনা ও হটলাইন-১৬৯৯৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘সক্রিয় গ্রাহক সেবা কেন্দ্র’ প্রতিটি দপ্তরেই থাকতে হবে। আগামী বিশ্ব প্রযুক্তির, প্রযুক্তির সহায়তা না নিলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রাহকদের অভিযোগ বিশ্লেষণ করে সেই নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। কোথাও থেকে কোনো অভিযোগ পেলে দ্রুততার সাথে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। সমাধান করতে না পারলেও গ্রাহকদের তাৎক্ষনিকভাবে জানাতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী, হটলাইন ১৬৯৯৯ উদ্বোধনকালে বলেন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এলাকা থেকে অভিযোগ বেশি আসে। তাদের আরো সক্রিয় থাকতে হবে। ১৬৯৯৯ হটলাইনটি বিলের সাথে বা Website - এ এবং এসএমএস দিয়ে ব্যাপক প্রচার করা আবশ্যক। এ সময় তিনি হটলাইন নাম্বার ১৬৯৯৯, এন্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ এবং ‘Chat BOT’- এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা এবং সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মোঃ মাহবুবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাং সেলিম উদ্দিন ও ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাওসার আমীর আলী বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৫১

**রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে আজ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খানের নেতৃত্বে সমিতির প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে।

সাক্ষাৎকালে সভাপতি এ কে আজাদ বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি বিশ্বের বৃহত্তম হেলথ নেটওয়ার্ক। বেসরকারি খাত থেকে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। বর্তমানে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয় যা এই ডায়াবেটিক সমিতির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং সরকারের সহযোগিতায় জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবছর ১৪ নভেম্বর পালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি দেশব্যাপী ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রশংসনীয় কাজ করছে। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ডায়াবেটিক সমিতি স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছে। তিনি ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, এই রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসার বিষয়ে তৃনমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে ধনী-গরিব দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হলেও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

পরে, রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান।

সাক্ষাৎকালে নতুন রাষ্ট্রদূত দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন। বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিবগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 [

 #

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/কলি/কামাল/২০২৩/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ৬৫০

**উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যার জবাব দিতে হবে**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে জাতির পিতা যখন দেশের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সকল অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দেশকে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে। আজকে বঙ্গবন্ধু হত্যার যথোপযুক্ত জবাব যদি আমরা দিতে চাই তাহলে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে সেটি সম্ভব।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল শাখা ছাত্রলীগ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনার সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বেঈমান অকৃতজ্ঞ ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু না থাকলেও আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ করে পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের সঠিক জবাব দিতে পারি। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে যখন তিনি শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করেছিলেন তখন বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ৯৪ ডলার মাথাপিছু আয় থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা আমাদেরকে ২৭৭ ডলার মাথাপিছু আয়ের দেশে পরিণত করেছিলেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, একটি শিক্ষিত ও তরুণ ছাত্রসমাজই পারে সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন ২০০৯ সালে শাসনভার গ্রহণ করে তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৭০০ ডলার আজ ১৫ বছরের মাথায় তা ২ হাজার ৮২৪ ডলারের উন্নীত হয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ এলডিসি গ্রাজুয়েশনও সম্পূর্ণ করেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ হওয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ মোঃ মাসুম। ফজলুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন নাঈমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন।

#

হেমায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ৬৪৯

**উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকল্প নেই**

 **- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ভাদ্র (২৪ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকল্প নেই। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ি খ্যাত বাংলাদেশ ২০২৩ সালে উন্নয়নে বিশ্বের বিস্ময়। তিনি উন্নয়ন বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকার গুলশানে টেলিফোন ভবন মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ টেলিটক শাখার উদ্যোগে জাতির পিতার ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করে গেছেন। শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করে জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তিনি শুরু করেছেন। বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ টেলিটক শাখার কর্মকর্তাদেরকে তিনি নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমসহ সর্বত্র উন্নয়ন বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ টেলিটক শাখার সভাপতি রওনক আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইইবির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবদুস সবুর, টেলিটক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ টেলিটক শাখার উপদেষ্টা প্রকৌশলী ফজলে রাব্বি প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা